1 6 SEP 1990
তারিখ 11 6 SEP 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩

১৫৭ দৈনিক খবর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে নজিরবিহীন ঘটনা

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলবাজির এক নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে। এ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক হিসেবে চারজনকে নিয়োগদানের সু'সপ্তাহ না যেতেই কোন কারণ ছাড়াই নিয়োগাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। ২-এর পাতায় দেখুন

বাংলা বিভাগে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে একটি সহযোগী অধ্যাপক ও একিট প্রভাষকের শূন্য পদে (স্থায়ী) শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। পরে বিভাগীয় শিক্ষক ডঃ সাইদুর রহমান ভূইয়া মারা গেলে আরো একটি সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। গত ৫ই আগস্ট এ সকল পদের জন্য দরখাস্তকারীদের সাক্ষাতকার নেয়া হয় এবং সহকারী অধ্যাপকের বিজ্ঞাপিত পদে বিভাগীয় শিক্ষক ডঃ মুহাম্মদ শাহজাহান ও প্রভাষকের বিজ্ঞাপিত পদে ৪টি প্রথম শ্রেণীসহ অপর একজন সিলেকশন কমিটি কর্তৃক মনোনীত হন। একই সাথে মরহুম সাইদুর রহমান ভূঁয়ার শূন্যপদে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফাতেমা কাওসারকে নেয়া হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে পাঁচ বছর যাবত প্রভাষক হিসেবে কর্মরত রফিকুল্লাহ খানকে পদ পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সহকারী অধ্যাপক পদে মনোনীত করা হয়। সিলেকশন কমিটির এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গত ১৮ই আগস্ট অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় অনুমোদিত হয় গত ২রা সেপ্টেম্বর তারা নতুন পদে চাকরিতে যোগদান করেন। সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে মনোনীত হয়ে সিন্ডিকেট কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর নিয়োগাদেশ পেয়ে তারা কাজ শুরু করেন। কিন্তু দু'দিন পরে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দেয়া এক চিঠিতে তাদের এ নিয়োগাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। কোন কারণ উল্লেখ না করে রেজিস্ট্রারের চিঠিতে বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এ নিয়োগাদেশ প্রত্যাহার করা হচ্ছে। কে এই কর্তৃপক্ষ তাও চিঠিতে পরিষ্কার নয়।

জানা গেছে, উপাচার্যের নির্দেশক্রমে এ নিয়োগাদেশ প্রত্যাহার এবং পরে তা সিন্ডিকেটে অনুমোদন করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। শিক্ষকদের মধ্যে তিনটি গ্রুপ রয়েছে এবং বর্তমান উপাচার্য সমর্থক গ্রুপের সমর্থন করেন না এমন ব্যক্তি সিলেকশন কমিটি কর্তৃক নিয়োগ লাভ করায় নজিরবিহীন এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানা গেছে।